সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রচিত 'শাশ্বতী' কবিতার প্রতিফলিত শাশ্বত প্রেম-ভাবনার যে স্বরূপ ফুটে উথেছে, তার পরিচয় দাও।

অথবা,

ক্ষনিকের মধ্যেই শাশ্বত উপলব্ধি 'শাশ্বতী কবিতার প্রধান উপস্থাপণা বিষয়— নিজের ভাষায় প্রমাণ দাও।

আধুনিক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রচিত 'শাশ্বতী' কবিতাটি বাংলা কবিতার ধারায় এক অনন্য সৃষ্টি। আমরা মনে করি সাহিত্য অন্তরবাস্তবতার রূপায়ণ। সময় ও সমাজের পরিবর্তণের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় সমাজ মানসিকতা। এই নবমূল্যায়ণলব্ধ জীবনবোধে ফুটে উঠেছে প্রেম সম্পর্কে কবির উপলব্ধি। প্রেমের শাশ্বত রূপের চিত্রণে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের রচনাই প্রথম, তা নয়। আমরা দেখেছি সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের 'মেঘদূতম' -এর যক্ষ অলকাপুরীতে অবস্থানরত যক্ষ-প্রিয়ার উদ্দেশ্যে মেঘদূতকে পাঠিয়েছে তার হৃদয়ে দূত হিসাবে। সে জানাতে চায় কাল অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু ভোলেনি তার প্রিয়তমাকে। আমরা রবীন্দ্র কাব্যে দেখতে পাই— 'অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে কবির প্রেম গতিশীল থেকেছে 'যুগল প্রেমের স্রোতে'। তাই 'জনমে জনমে অনিবার' প্রিয়তম ব্যক্তিটি পুনরায় এসেছে। আধুনিক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ভিন্ন সুর শুনিয়েছেন—এখানে সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের দূরের কথা এক জন্মও স্থায়িত্ব পায়নি। ভৌগলিক অবস্থানগত কিংবা কালের নিরিখে যে সম্পর্কের সমাপ্তি দেখানো হয়েছে, হৃদয় কুঠিরে সে জায়গা করে নিয়েছে শাশ্বত জীবনবোধে।

কবিতার প্রথমেই আমরা দেখতে পাই— কোনো এক বর্ষাশেষে অবেলার অবসরে সূর্যলোকের লুকোচুরি খেলায় যখন প্রকৃতি ব্যস্ত, তখন কবির প্রেমিকা এসে হাত রেখেছিল হাতে, চেয়েছিল সহজিয়া অনুরাগে। প্রিয়তমার 'আনত দিঠির' মধ্যে প্রেমের প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছেন। এ মুহূর্ত ছিল ক্ষণিকের আবার শাশ্বত উপলব্ধি। কবির ভাষায়—

'একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে

ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী;

একটি নিমেষ দাঁড়ালো ধরণী জুড়ে

থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি।'

মর্তে কবির এই স্বর্গ প্রাপ্তি বাস্তবের মাটিতে স্থায়িত্ব পায়নি। প্রসঙ্গত কালিদাসের যক্ষ বর্ষ অতিক্রান্ত হলে তার প্রিয়ার সাথে মিলনের শুভ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আলোচ্য কবিতায় বর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে। শ্রান্ত বর্ষার ক্লান্তি অতিক্রম করে শরতের শুভলগ্ন আগত। পার্থক্য এখানেই যে কবির সেই প্রিয়তমার সাথে আর মিলন হবেনা। কারণ,—

'আজ সে কেবল আর কারে ভালোবাসে।'

— এখানে কবির প্রিয়তমার কাছে প্রেমের অবস্থান পাল্টেছে। প্রেমের শাশ্বত রূপের হাত ধরে নব নীড় নির্মাণ করেছে। যদিও তা 'বনলতা'র মত দুদন্ড শান্তি দেওয়ার পর আর পুনর্মিলন ঘটেনি। তবুও এ ক্ষণ্ডিত সত্তাকেই কবি মানসিক ভাবে শাশ্বত হিসেবে গড়ে তুলেছেন—

'সে ভোলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে

আমি ভুলিবোনা, আমি কভু ভুলিবোনা।'

আধুনিক কবিতায় ক্ষণিকের মধ্যে এই শাশ্বত রূপের সন্ধান আমরা বেশ কয়েকজন কবির মধ্যেই পেয়ে থাকি। তা কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, ইংরেজি সাহিত্যের রবার্ট ব্রাউনিং স্মরণযোগ্য। তাঁর 'দি লাস্ট রাইড টুগেদার এর উল্লেখ করতে

পারি। কবি তার প্রেমিকার কাছে সম্পর্কের শেষ ইচ্ছে পূরণের জন্য একসাথে অশ্বারোহনে যেতে চেয়েছেন। তাঁর শেষ মুহূর্তগুলি কেটেছিল রোমান্সের ভাবুকতায়। এখানে ভাবনা ছিল এরকম— হতে পারে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, থেকে যাবে মিলনের মুহূর্তগুলি, যেমন ভাবে থেকে গিয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'শাশ্বত' কবিতায়।

www.banglasahitya.in